

“লালম্যানু”

মজিদ: লালম্যানু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো মজিদ। কুয়াংস্কার
মঠজা ও অল্প বিদ্যায়ের প্রতীক। মহাবত নগর গ্রামে চার বাম্বার
মোড় মোনাফাতের ভজিতে নাকীয়াভার প্রবেশ করে। গ্রামে প্রবেশ
করেই সেখানে সে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে শুরু করে। গ্রামে
প্রবেশ করেই নাম না জানা একজনের মাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের
বোকা বানাতো থাকে। তাদেরকে বিস্ময় করতে বাধ্য করেছে এটা
মোদামের পীরের মাজার। তারপর থেকে আস্তে আস্তে গ্রামের মানুষের
উপর সে নানাভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

খালেক ব্যাপারী: মহাবত নগর গ্রামের এক প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র।
তার কাঁধেই সমাজের সব দায়িত্ব। খালেক ব্যাপারী মজিদের অন্যতম
সহায়ক। গ্রামের যেকোনো বিচারকার্য খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সম্মানিত
কর হতো। আর সে সব বিচারকার্য মজিদ উল্লসিত থাকতো।

রহিয়া: মজিদের প্রথম স্ত্রীর নাম হলো রহিয়া। নাকিমত্তা তার
বাইরের রূপ। রহিয়া মজিদের একান্ত অনুগত। প্রকৃতপক্ষে রহিয়া
স্বল্পভাষী, চাঞ্চা ও ভীতু প্রকৃতির মেয়ে। গ্রামের মেয়ে লোকেরা
রহিয়ার মাথিয়েই মজিদের সাথে যোগাযোগ করতো। তার মাথিয়ে
মজিদের কাছ থেকে পানি পাতা নিয়ে যেতো।

ঐ জমিনা: মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হলো জমিনা। জমিনা।
অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। নামাজ - কালার দিকে তার তেমন
দেয়ান নেই। নামাজ পড়তে পড়তে যে ঘুমিয়ে পড়তো।
প্রথম দেখায় মজিদকে হুলার বাসা মনে করে। মজিদের আচরণ
তার কাছে ভালো লাগতো না। জিকিরের সময় যে বাড়ির বাইরে
চলত আশায়া সমাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মজিদ তাকে বি-
সম্বোধন করে তড়িয়ে দেয়। মজিদের ধারণা তাকে কীভাবে
আচর করেছে। তাই তাকে মাজারের সাথে বেঁধে রাখে।

ঐ আমিনা: খালেক ব্যাপারির রূপবর্তী প্রথম স্ত্রীর নাম হলো
আমিনা। মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমার মতো আমিনাও নিঃসন্তান।
আমিনা আউয়ালপুরের পীরের কাছে থেকে পানি পড়া খেতে চায়।
খালেক ব্যাপারী যাকে ম আউয়ালপুরের পীরের কাছে পানি পড়া
আনতে পাঠায়, যে আউয়ালপুর না গিয়ে মজিদের কাছে যায় ওকু-
সব বলে দেয়। এতে মজিদ সব জানতে পারে ওকু নিজের স্বার্থ-
চরিতার্থ করতে খালেক ব্যাপারিকে স্ত্রী তালুক দিতে বাধ্য করে।

ঐ তানু: খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হলো তানু। তানু
প্রতিবছর আস্ত আস্ত সন্তান জন্ম দেয় বলে আমিনা
বিবির তা-সহ হয় না।

□ **ধীনা মিয়া:** খালেক ব্যাচারীর দ্বিতীয় বড়-তালু বিবির বড় ভাইয়ের নাম হলো ধীনা মিয়া। খালেক ব্যাচারী-তাকে আওয়ানপুরের পীরের কাছে পানি পড়া আনার জন্য পাঠায়। কিন্তু সে জেগে গেলে আওয়ানপুর না গিয়ে বরং মজিদের কাছে গিয়ে সব বল দেয় ও তাকে পানি পড়া দিতে বলে।

□ **মোদাফের মিয়া:** গ্রামের স্কিমিত যুবক আক্বামের বাবা হলেন এই মোদাফের মিয়া। রাগে উঠলে মোদাফের মিয়া হোতলায়। গ্রামের এক মজলিসে তার ছেলে আক্বাম খুল প্রতিষ্ঠার কথা বললে তার ছেলেকে তিনি কোটে টুংকা করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলে।

□ **আক্বাম:** মহব্বত নগর গ্রামের এক স্কিমিত যুবক হলো আক্বাম। আক্বাম কিছুদিন ইংরেজি পড়েছে। এখন সে গ্রামে খুল বানাতে চায়। যাতে গ্রামের মানুষ কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে পারে। কিন্তু মজিদ সেটা হতে দেয় না। আক্বামের বাবা মোদাফের মিয়াও তার বিরোধিতা করে।

□ **হুছ মিশ্রা:** যাতে ছেলের বাবা হলেন হুছ মিশ্রা। মজিদ তাকে কালমা জানার কথা জিজ্ঞেস করলে সে ঘাড় ঘুরে আদিপাক মাথা ছলকায়। মুখে তার লজ্জার হাসি। চোখে চিটেপিটে করে। মাথায় ঘেন চিটে। মজিদ তাকে ব্যাচারির মক্কে কালমা শিখার আদেশ দেয়। কারো অকারণে যেতে না পাওয়ার কথাটি বলে তার অন্তর।

❑ **হুহু মিঞার ছেল:** তার বাবা হুহু মিঞার অসুস্থ দেহে যা
খিলখিল করে শাসে। বাপের মাথা দুয়ানোর উজ্জিটা তার
কাছে গাধীর উজ্জির মতো মলে হয়।

❑ **নানি-বুড়ি:** খালেক কাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রী তানু বিবির কোলে
নতুন সন্তান আসার সময় তার ডাক পড়ে, তিনি জানেন
আগামী বছর যখন তানু বিবির কোলে নতুন এক আশুভুক
ট্যা ট্যা করে উঠবে, তখন তার ডাক পড়বে।

❑ **হামুনির মা:** তাহের-কাদের-রতনের বোন হলো এই হামুনির মা।
মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমাকে ধান জানার কাছে সহায়তা
করে হামুনির মা। তার স্বামী-মৃত। রহিমার কাছে জিয়ে
হামুনির মা বলেছিল মজিদের কাছ থেকে এমন পানি পড়া
এনে দিতে যা গেছে যে মরে যাবে।

❑ **তাহের-কাদের:** হামুনির মার ভাই হলো এই তাহের-কাদের।
তাদের বুড়ো বাবা বুড়ি মাকে চ্যানা কাঁচ দিয়ে ঝরতে এ
এলে তারা তা প্রতিবেদ্য করে। দাঁড় বেয়ে তাহের-কাদের কাছ
ঠিকার করে। মজিদকে গ্রামে প্রবেশ করতে তারাই প্রথম
দেখছিল। এদের মুক্তি-বিবেচনা থাকলেও এরা স্বার্থের দ্বারা
চাপন।

❏ **বুড়ো:** তাহের-কাদর-রতন এবং হামুনির মায়ের বাবা হলেন এই বুড়ো। ডেঙা দীর্ঘ মানুষ। হামুনির মাকে মনের আকা মিটিয়ে এশার করে। এই কারণে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে পা হয়, মজিদ এ বিচারের রায় দেয়। বুড়োকে তার মেয়ে হামুনির মায়ের কাছে মাক চাইতে বলা হয়। একদিন মক্কায়া কোথায় যেতো চলা যায়। তার হাঁড় পাওয়া যায়নি।

❏ **বুড়ি:** তাহের-কাদর-রতন এবং হামুনির মায়ের মাতা হলেন বুড়ি। যৌবনকালে হামি-ধুমি-ছটফটে মেয়ে ছিল। এই এর মতো কথা ছুটেতো তার মুখ দিয়ে। কিন্তু এখন তার দেহ মন পাড়ে গেছে। নিজের স্বামী বুড়ো যখন হামুনির মাকে এশার করতে গেলো যে উঠানে পা ছড়িয়ে দিয়ে বিলাপ শুরু করে দেয়।

❏ **মলমালের বাপ:** মলমালের বাপ ছিলো বৃদ্ধা-হাঁপানি বোজী। মজিদের মাকার আবিষ্কারের সময় মলমালের বাপ দল খিঁচে লজ্জায় চোখ নত করে রাখে।

❏ **পীর মাহের:** পীর মাহের বনতে আউয়ানপুরের পীরকে বোঝানো হয়েছে। এক সময় তার চোখে আগুন ছিলো। যে গাছে উঠে বসে থাকে। তার মুজিদের ধারণা পীর নাকি সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

□ **কান্নুর বাপ:** মজিদকে এক ছিলাম তামাক এনে দেয়।

□ **মতনব দাঁ:** ইউনিয়মন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। পীর সাহেবের পুর্বান্না মূর্তি।

□ **লোকটি:** যাকে মজিদ ধানের কথা জিজ্ঞেস করে। সে ঘাড় ফুলিয়ে নিতি-বিত্তি করে বলে যা হয়েছে তাই যথেষ্ট।
ছলপুলে নিয়ে দুইবেলা খেতে পারার কথা বলে যে। তার কোন একটা কথায় মজিদ বুকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

□ **খোনকার মোল্লা সৈয়দ:** সমাজের জানায়া পড়ায় এই খোনকার মোল্লা সৈয়দ। তার বাড়ির সামনে মূর্তি নজর পড়ে।

□ **সব্বারি কর্মচারী:** তিনি বাইরের বিদ্রোহী। কিন্তু ভেতরে আমলে মুমুনমান। তিনি গ্রামে পয়দাদার আমলের কিছু বদলের কথা বলেন।

□ **যেহান আলি:** গ্রামের মাতব্বর হলেন যেহান আলি। মজিদ যখন লোকদের গালাগাল করে, তখন সেও ছিল।

□ **জোয়ান মদ কান্নু মতি:** মজিদের গালাগাল শুনে নজদার মাথা হেঁট করে রাখে।

□ **ইমিয়ুদ্দিন:** ইমিয়ুদ্দিন কোচবিদ্য হয়ে মারা যায়। তার বুকাকু ৮২
দেখে আশ্রম-জাহাঙ্গীর মনে দানবীয় উল্লাস হওয়ার কথা, কিন্তু তার
পাথর হয়ে যায়।

□ **কানু মিঞা:** আউয়ালপুরের মৎস্য লিঙ্গ হলে তার মাথা দু'ফা
হয়ে যায়।

□ **চুন্নুর বাপ:** মরণরোগে মনুষ্য পাচ্ছে। রহিয়া তার জন্য দোয়া করে।

□ **শেতানির মা:** পক্ষাঘাতে কয়ে পাচ্ছে। রহিয়া তার জন্য দোয়া করে।

□ **ঘ্যাংটা বুড়ি:** মাথায় ঝালের মতো ছিল। মাজারে এসে শীতল আর্তনাদ
করু করে ছেলের জন্য।

□ **জাহু:** ঘ্যাংটা বুড়ির একমাত্র ছেল। বুড়ি এর জন্য মাজারে এসে আর্তনাদ
করে এবং মজিদের দিকে টাচ-পরমা ছুঁতে পারে।

□ **মোদাম্মদের পীর:** নাম না জানা পীর। যাতে গিবেই মজিদের যত
উদ্ভাসি, অভিনয় ও আধিপত্য বিস্তার।

□ **কমলাদেবী:** করিমগঞ্জের হামদাতাল মজিদ তাকে ডাকুর মনে করে।
ছুঁতে পারার লোভে তার চোখ চকচক করে থাকে।

Ayesha Akter
Narsingdi Govt. College

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

টপিকঃ লালসালু (গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)

Facebook group: HSC'22 Online Exam Group

- ১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন- চট্টগ্রামে।
- ২। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসটি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়- লালসালু।
- ৩। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কর্মজীবন শুরু করেন- সাংবাদিক হিসেবে।
- ৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
- ৫। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ ছিলেন- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- ৬। 'কাদো নদী কাদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- ১৯৬৮ সালে।
- ৭। 'নয়নচতারা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়- ১৯৪৬ সালে।
- ৮। 'লালসালু' উপন্যাস অনুযায়ী কী না হলে বিদেশে এক পাও চলে না- বদনা।
- ৯। নোয়াখালি অঞ্চলে শস্যের চেয়ে বেশি- টুপি।
- ১০। 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ' – বলা হয়েছে- শস্যহীন বলে।
- ১১। মজিদের শারীরিক গড়ন-শীর্ণকায়।
- ১২। মোদাচ্ছের পীরের কবর আবিষ্কার করায় মজিদ উন্মোচিত হয়েছে- মিথ্যাচার চরিত্রে।
- ১৩। বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহকুদনগরে মানুষ আসতে লাগে- মাজারে মানত করতে।
- ১৪। মজিদ ভয় দেখেছে- রহিমার চোখে।
- ১৫। দুদু মিঞার মুখে লজ্জার হাসি আসে –কলমা জানে না তাই।
- ১৬। মজিদের শক্তির মূল উৎস- মাজার।
- ১৭। মজিদের সঙ্গে গ্রামবাসীর যোগসূত্রকারী চরিত্র হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ হল- রহিমার চরিত্রটি
- ১৮। ডেঙা বুড়োর হাতে মার খেয়ে হাসুনির মা গিয়েছিল- মজিদের বাড়িতে।
- ১৯। ঝড় এলে হাসুনির মায়ের অভ্যাস ছিল- হৈ চৈ করা।
- ২০। মজিদ হাসুনির মার কাছ থেকে চেয়েছিল- তামাক।

Credit:SA SHAHED Rahman

- ২১। মহিদ হাসুনির মা কে শাড়ি কিনে দিয়েছিল- বেগুনি রসের।
- ২২। মজিদের গড়া মাজারে লোকজনের আসা কমে যায়- অন্য পীরদের আধিপত্য।
- ২৩। 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে'।- পাথর বলতে বোঝানো হয়েছে- মজিদকে।
- ২৪। আমেনা বিবি তার স্বামীকে পানিপড়া আনতে বলেছিল - মা হওয়ার আশায়।
- ২৫। মজিদের মহকুনগর গ্রামে প্রবেশটা ছিল- নাটকীয়।
- ২৬। জমিলা আমাদের সমাজব্যবস্থার যে অসংগতির শিকার- বাল্যবিবাহ।
- ২৭। খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজারে খ্যাংটা বুড়ি নালিশ করেছিল- ছেলের মৃত্যুতে।
- ২৮। 'লালসালু' উপন্যাসে যে পাড়ার উৎসবের কথা বর্ণিত আছে-ডোমপাড়া।
- ২৯। যার বিলাপ শুনে জমিলার মন খারাপ হয়েছিল- খ্যাংটা বুড়ির।
- ৩০। মজিদের বাড়িতে জিকিরের জন্য যে শিরনি রান্না চলছিল তার তদারকির দায়িত্ব ছিল- রহিমা ও জমিলার।
- ৩১। জিকির করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল- আমেনা বিবি।
- ৩২। এশার নামাজ পড়ে মজিদ মাজারে কিসের আওয়াজ শুনেছিল বলে প্রকাশ করে- সিংহের।
- ৩৩। মজিদের মুখে থুথু ফেলেছিল- জমিলা।
- ৩৪। 'লালসালু' উপন্যাসে চৌকাঠে বসলে ঘরে কী আসে বলে উল্লেখ রয়েছে- বাল্য।
- ৩৫। সহজ প্রাণধর্মের উজ্জ্বল প্রতীক -জমিলা।
- ৩৬। গ্রামবাসীর অন্তর জর্জরিত হয়ে ওঠে - অনুশোচনায়।
- ৩৭। মজিদের শক্তি প্রতিফলিত হয়- গ্রামবাসীর ওপর।
- ৩৮। বুড়ো, হাসুনির মা কে বেধড়ক প্রহার করে- ঘরের কথা মজিদকে বলায়।
- ৩৯। মজিদকে শিকড়গাড়া বৃক্ষ করতে সক্রিয় ছিল- ধর্ম।
- ৪০। মজিদ মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল- মতিগঞ্জের সড়কের ওপর।

Credit: SA SHAHED Rahman

- ৪১। আমেনা বিবির প্রতি মজিদের যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে- লালসা।
- ৪২। খালেক ব্যাপারীর সামনে বসে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে- ধলা মিঞা।
- ৪৩। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে – জমিলার চোখ।
- ৪৪। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে- ক্রোধ।
- ৪৫। মজিদ পূর্বে যেখানে বাস করত- মধুপুর গড়ে।
- ৪৬। মজিদের দুদু মিয়ারকে শাসনের মধ্যে নিহিত- আধিপত্য বিস্তার।
- ৪৭। রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে- জমিলা।
- ৪৮। প্রথম যৌবনে মজিদ যেমন বৌ এর স্বপ্ন দেখতো-জমিলার মতো।
- ৪৯। ঢেঙ্গা বুড়োর বিচারে মজিদ যে সূরা পাঠ করেছিল- সূরা আন-নূর।
- ৫০। 'বতর' শব্দের অর্থ- ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
- ৫১। 'ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।' আর্জিটি করেছিল- হাসুনির মা।
- ৫২। মাঠের ধান নষ্ট হয়ে যায়- শিলা বৃষ্টি হলে।
- ৫৩। 'শস্যের চেয়ে টুটি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি' বলতে বোঝানো হয়েছে- ধর্মীয় গোঁড়ামী।
- ৫৪। গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই- অন্য সংস্করণ।
- ৫৫। বিশ্বাসের পাথরে যেন- খোদাই করা চোখ।
- ৫৬। ঘরের দ্বান আলোয় কবরের সেই অনাবৃত অংশটা - মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।
- ৫৭। আমেনা বিবির বিয়ে হয়েছিল – ১৩ বছর বয়সে।
- ৫৮। মোনাজাত শেষে মজিদ পা ফেলছিল – উত্তর দিকে।
- ৫৯। আমেনা বিবি ও রহিমার মধ্যে মিল রয়েছে – নিঃসন্তানের দিকটা।
- ৬০। ঘুমকাতুরে- জমিলা।

Credit: SA SHAHED Rahman

- ৬১। খালেক ব্যাপারীর মতে আক্বাস দাড়ি রাখেনি- ইংরেজি পড়েছে বলে।
- ৬২। গ্রামে হিড়িত পড়েছে- মসজিদ স্থাপনের।
- ৬৩। আমেনা বিবির আনন্দ আর সুখের নিশানা- খোতা মুখের তালগাছ।
- ৬৪। আওয়ালপুরের পীরের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে- ধর্মব্যবসা।
- ৬৫। আওয়ালপুরের পীর আছরের সময় যে নামাজ পেয়েছে- জোহর।
- ৬৬। মজিদ হ্রসপাতালে গিয়েছিল- সমবেদনা প্রকাশ করতে।
- ৬৭। আওয়ালপুরের পীরের প্রতি আমেনার প্রকাশ পেয়েছে- অন্ধবিশ্বাস।
- ৬৮। খালেক ব্যাপারি সঙ্গে ধলা মিয়ার সম্পর্ক ছিল- শ্যালক।
- ৬৯। ধলা মিয়ার ব্যাপারী আওয়ালপুরে যেতে বলেছিল- পানিপড়া আনতে।
- ৭০। ধলা মিয়ার দেবংশি তেঁতুল গাছকে ভয় পাওয়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে - কুসংস্কার বিশ্বাস
- ৭১। মজিদ বারবার ধলা মিয়ার আওয়ালপুরে যেতে বলায় প্রকাশ পেয়েছে- দূড়তা।
- ৭২। আওয়ালপুরের পীরকে মজিদ আখ্যা দিয়েছে - ইবলিশ।
- ৭৩। খালেক ব্যাপারী মজিদকে ভায় পায় -ধর্মভীতির কারণে।
- ৭৪। 'আমেনা' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- নিঃসন্তান।
- ৭৫। ঢেসা বুড়োর স্ত্রীর জানাজা পাড়ানোর কথা ছিল- মোল্লা শেখের।
- ৭৬। "তানি যে খোদার মানুষ" উক্তিটি হল - রহিমার।
- ৭৭। উঠানোর পথটুকু পাড়ি দিতে আমেনা বিবি পরিপ্রাপ্ত বোধ করে- অসুস্থতায়।
- ৭৮। আমেনা বিবি মজিদের কাছে চড়ে গিয়েছিল- পালকি।
- ৭৯। আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামিয়ে মজিদ যেতে বলেছিলেন- মাজারে।
- ৮০। মজিদ বার বার আমেনা বিবির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল- রূপের মোহে।

Credit: SA SHAHED Rahman